

আমরা যখন কোনো কবরের পাশ দিয়ে যাই তখন কবরবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে সালাম দেই।

সমস্ত মুফাসসিরদের মাথার তাঁজ , প্রিন্সিপাল,হেড ,আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবীজি (স.) এর আপন চাচা আব্বাস (রা.) এর ছেলে আব্দুল্লাহ , তার পিতার নাম অনুসারে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কিতাব লিখে গেছেন,যার জন্য আমাদের রাসূল (স.) , সরকারে দুআ আলম দুআ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন

আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর।

হে কবরবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সুনানে তিরমিজি, হাদিস শরীফ নম্বর : ১০৫৩,সহিহ মুসলিম শরীফ : ২৪৯,সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস শরীফ নম্বর : ১৫৪৭

কবরবাসীদের কে যখন সালাম দেওয়া হয় তখন দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় , বসে দেওয়া হয়। একেকজন একেক রকম করে দেয় হয়তো। যদি দাঁড়িয়ে কবরবাসীদের কে সালাম দেওয়া যায় তাহলে আমাদের নবীজি (স.) , যিনি পবিত্র মেরাজ শরীফ এ রব্বুল আলামিন এর কাছে পৌছিয়ে গেছেন ,নিজের চক্ষু দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামিন কে দেখেছেন ,মওলাকা পেয়ারা হামারি নবী ,সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত নবী। সেই নবীজি (স.)কে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া কি ভুল ?বলতে পারেন কবরবাসীদের কে তো কাছে গিয়ে সালাম দেওয়া হয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন –

“আন-নবিয়্যু আওলা বিল মু’মিনেনা মিন আনফুসিহিম ওয়া আজওয়াজুল্ উম্মাহাতুল্হম”

আমার নবীজি (স.) মুমিনদের জানেরও নিকটে।

কুরআনুল কারীম ,সূরাতুল -আহযাব , আয়াত শরীফ নম্বর ০৬, পাড়া নম্বর ২১ এবং ২২, মদিনায় অবতীর্ণ সূরা

এখানে শুধুমাত্র মুমিনদের কথা বলা হয়েছে , অন্য কাউকে না। এমন একটা হাদিস শরীফ দেখাতে পারবেন কি যে নবীজি (স.) কে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া যাবে না। কারো মন গড়া কথা না, কোনো ব্যক্তি শুধু মুখে বলে দিলো যে পড়া যাবে না। না এর কোনো হাদিস শরীফ , কোথায় লিখা আছে না এইটা রেফারেন্স দিতে হবে।

ইয়া নবী সালাম আলাইকা , ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ,ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা , এই কথা গুলা কি সালাম না। সালাম কাকে দিচ্ছেন তিনি কি দেখতে পান না , নাকি শুনে পান না?আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার হাবিব কে পৃথিবী এতটাই সংকুচিত করে দিয়েছেন যে তিনি তার হাতের তালুর মধ্যে সব দেখতে পান ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত –

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আঁমার জন্য সারা বিশ্বজগতকে উঠিয়ে রাখছেন,(জাহির করেছেন) সুতরাং আঁমি সারা বিশ্বজগতকে দেখছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু এ জগতে হবে দেখতে থাকব।যেমন হাতের তালুকে দেখছি।
যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ,তিবরানী শরীফ,মিশকাত শরীফ,মিরকাত শরীফ,আবু দাউদ শরীফ,

আয় আল্লাহ! আমার এমন কোন আমল নেই যে আমল আপনার দরবারে পেশ করতে পারি। কেননা আমার সকল কর্ম নিয়তের দোষে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবে আপনার খাস মেহেরবাণীতে এমন একটি আমল সম্পাদন করে আসছি যে আমলটি আপনার দরবারে পেশ করার মত, তা হলো **আমি আব্দুল হক মুহাদ্দিস** মীলাদ মাহফিলে **দাঁড়িয়ে সালাম** পেশ করি এবং যার পর নেই বিনয় সহকারে মহব্বতের সাথে খালিস নিয়তে আপনার হাবীবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করে থাকি।

ইমামুল মুহাদ্দিসিন শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি , তামাম গোটা ভারত বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস , যার কিতাব পরে পরে বর্তমান আলেমরা আলেম হয় , কিতাব আখবারুল আখইয়ার ৬২৪ পৃষ্ঠা

ভাবুন তো সাহাবা আজমায়ীন কি নবীজি (স.) কে দাঁড়িয়ে সালাম দেন নাই ? যখন নবীজি (স.) রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন , ওপর দিক থেকে কোনো সাহাবী (রা.) ,যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন তাদের (রা.) অর্থাৎ আপনার সাহাবী আজমায়ীন এর প্রতি আমি রাজী খুশী, তারা কি দাঁড়িয়ে সালাম দেন নাই ?সামনা-সামনি না থাকলেও সালাম দেই। আমরা যখন ফোন এ কথা বলি তখন অপরজনকে সালাম দেই ।

কোন নবীজি (স.)কে সালাম দিচ্ছেন তিনি কি জীবিত? -

মদিনার ফুল (স.) পবিত্র মেরাজ শরীফ এ হযরত মূসা আলাইহিমুসসালাম এর রওজা মুবারক এর উপর দিয়ে যাবার পথে , মূসা আলাইহিমুসসালাম কে রৌজার মধ্যে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পান। ইমামুল আশ্বিয়া , নবীদের নবী ,রাসূলে আকরাম (স.) মসজিদুল আকসায় গিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। যেখানে আমাদের নবীজি (স.) ইমাম, পিছনে সমস্ত নবী আলাইহিমুসসালাম মুক্তাদী। সেখানে মূসা কালিমুল্লাহ ও ছিলেন। আবার যাবার পথে সপ্তম আকাশে মূসা কালিমুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হন। মূসা আলাইহিমুসসালাম একজন নাকি তিনজন ? এক মূসা আলাইহিমুসসালাম যদি at a time এ তিন জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন তাহলে আমার নবীজি (স.) জায়গায় জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন কিনা ? জায়গায় জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন জীবিত নাকি মৃত?

কবরের মধ্যে যখন প্রশ্ন করা হবে নবীজি (স.) কে দেখিয়ে " এই ব্যক্তি কে বা এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার আকিদাহ বা ধ্যান-ধারণা কি তখন কি নবীজি (স.) কেই দেখানো হবে কিনা ? নাকি ছবি দেখানো হবে ? ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় ছবি-মূর্তি , টিভি -ভিসিডি , গান-বাজনা এইগুলো হারাম।

সেই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না তথা কোনো ইবাদত ও দুয়া কবুল হয় না , যে ঘরে প্রাণীর ছবি , মূর্তি থাকে এমনকি কাঠের পুতুল

বুখারী শরীফ ২য় খন্ড -৮৮০ পৃষ্ঠা , মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড -৮২০ পৃষ্ঠা

নবীজি (স.) কেই নিজ নিজ কবরের ভিতর দেখানো হবে। একই সময়ে তো অনেক মানুষের দাফন হয়। তাহলে প্রত্যেক জায়গা নবীজি (স.) কিভাবে যায়?এক আজরাইল আলাইহিমুসসালাম যদি একই সময়ে রুহ নিয়ে যেতে পারে তাহলে যার জন্য সব কিসু সৃষ্টি সেই হায়াতুননবী (স.) রব্বুল আলামিনের দেওয়া ক্ষমতায় সমস্ত কবরে উপস্থিত থাকতে পারেন।

আমাদের ক্লাস এ কোনো শিক্ষক প্রবেশ করলে তার সম্মানে আমরা উঠে দাঁড়াই। এমন কি অন্য কোনো ধর্মের হলেও।সম্মান বসেও করা যায়। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে এক ধরনের বিশেষ কিছু মনে হয়। উঠে দাঁড়িয়ে নবীজি (স.)কে সালাম দেওয়া ফরজ না, সুন্নত না এমন কি সুন্নতে মোয়াক্কাদাও না। যারা দেন না এটা তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমি দেই।গভীর ভালোবাসা এবং মুহাব্বত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াসীনও মুজাম্মিলও মুদাসসির ওহি ত্বহা , ক্যা ক্যা নেয়ে আল কবসে মওলানে পোকারা,যিনি দুনিয়াতেই জান্নাতের অংশে শুয়ে সবকিছু দেখেন সেই দরদী নবীজি(স.)কে সালাম দিয়ে শান্তি পাই।অন্য কোনো ইবাদত এ আমি এই পরিমান স্বাদ পাই না। সেই স্বাদ আমার ভিতরে তীর্থকভাবে প্রবেশ করে। আমি এটাকে ভালোবাসি।এইখানে কি ফতোয়া দিবেন? ভালোবাসার বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া চলে?যে, যে পরিমান ভালোবাসতে পারে।There is no fatwa here.

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের একটা কাজ -

ইন্নাল্লা-হা অমালা-য়িকাতাহূ ইছোয়াল্লুনা ‘আলান্নাবিয়্যি ইয়া য় আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ছল্লু
‘আলাইহি অসাল্লিমূ তাল্লীমা

নিশ্চয় মহান আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেশতাগণ নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ!, বিশ্বাসীগণ,মুমিনগণ! তোমরাও উনার প্রতি দুরুদ পাঠ করো এবং সালাম দেয়ার মতো সালাম দাও (আদবের সাথে)।”

সূরাতুল - আহযাব , আয়াত শরীফ নম্বর - ৫৬, সূরা নম্বর -৩৩, পারা নম্বর - ২১ এবং ২২ ,
মদীনায় অবতীর্ণ সূরা

এটাতে বাঁধা দিতে আসলে দলিল নিয়ে আসুন। আমাকে বুঝিয়ে আপনাদের দল এ নিয়ে আসেন। দলিল এর জোর কি আছে?দলিল এর কাছে সাইলেন্ট হতে বাধ্য। আমি কেন ভুলের মধ্যে থাকবো?কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায় হাটবো ,একসাথে।

-Mohammad Haseeb